ঢাকা, বুধবার ২৪ ফাল্গুন ১৪১৮, ৭ মার্চ ২০১২ নয়া দিগন্ত

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর পার্বত্য চট্টগ্রাম

প্রফেসর ড. এম. আজিজুর রহমান

নৃগোষ্ঠীর বসবাস। বাংলাদেশে ৪৫টি উপজাতির মধ্যে ১৩টি উপজাতি যেমন– বম, চাক, চাকমা, খেয়াং, খুমি, লুসাই, মারমা, মরং, পাঙ্খো, রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা– এদের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামে। এরা সবাই মঙ্গোলিয়ান রেসের। ঐতিহাসিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পরে এটি আরাকান, ত্রিপুরা এবং তার পরে এটি আবারো আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৬৬ থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এটি মুঘল শাসনাধীন ছিল। ১৭৬০ সালে এলাকাটির কর্তৃত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। ব্রিটিশরা ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে একে ব্রিটিশ ভারতের অংশে পরিণত করে। তারা এর নামকরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম (চিটাগাং হিল ট্রাক্টস)। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এটি পাকিস্তানের শাসনাধীন ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে চট্টগ্রামের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উঁচু-নিচু পাহাড় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক এলাকা একটা বিশাল অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত। সমতল ভূমির পরিমাণ কমের কারণে এটি চাষাবাদের উপযোগী নয়। কিন্তু এখানে প্রকৃতিভাবেই বনায়ন গড়ে উঠেছে। পাহাড়ের দুই ধারে এবং ঢালে আদিবাসীরা বিভিন্ন শস্য যেমন ধান, তুলা, তৈলবীজ, চা, কলা ও আনারস চাষ করে, যাকে বলা হয় জুমচাষ। মাদুর, ঝুড়ি ও বস্ত্র তৈরি করা তাদের পেশা। এসব এলাকার আদিবাসীদের বাহারি পোশাকই আমাদের কাছে বার্মিজ পোশাক নামে পরিচিত। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক আয়তন বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৯ শতাংশ। যদিও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ জনগণ এখানে বাস করে। জনসংখ্যার পরিমাণ কম মাত্রায় হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ অনেক ব্যয়ভারও কমে যাবে। সমতল ভূমির লোকদের চেয়ে পাহাড়িরা যথেষ্ট পরিশ্রমী। কম বিনিয়োগের কারণে এখানে উৎপাদন কম। আর এ কম বিনিয়োগের পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা ঘাটতি।

এখন সময় এসেছে সম্ভাবনাময়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে উৎপাদনমুখী একটি অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা। আর এ জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন হিসেবে আরো স্থলপথ ও নৌপথ নির্মাণ করতে হবে। নদীপথে মালামাল পরিবহনসহ যাতায়াতব্যবস্থা ভালো করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নদী ড্রেজিং করতে হবে। একই সাথে বনায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাহাড়ি বাঙালি ও উপজাতিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য তাদের বাংলা, ইংরেজি ভাষা এবং কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান শেখাতে হবে। এটা করা যাবে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের উদ্যোগে ছোটবড় শিল্পকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে।

এশিয়ার অন্য মঙ্গোলিয়ানদের মতোই পাহাড়িরা বলিষ্ঠ এবং যথেষ্ট পরিশ্রমী। উপজাতীয়দের মাথা থেকে জাতিগত বৈষম্যের ধারণা দূর করে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। পাশাপাশি তাদের শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসায়সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। পাহাড়িরা পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপদ নিশ্চিত করতে পারবে, যদি তারা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদের উৎসর্গ করে এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অখণ্ড বাংলাদেশের আলাদা কোনো অঞ্চল নয়। যখন বিনিয়োগকারীরা শান্তিপূর্ণ স্থান খুঁজে পাবে, তখন তারা ওই সব এলাকার সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহিত হবে। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম যেমনি শিল্পায়নে সমৃদ্ধিশালী হবে, তেমনি দেশও উন্নতি লাভ করবে।

লেখক : উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি